Contents

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
ছোটদের

ইসলামী আদব ও দু'আ শিক্ষা

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য
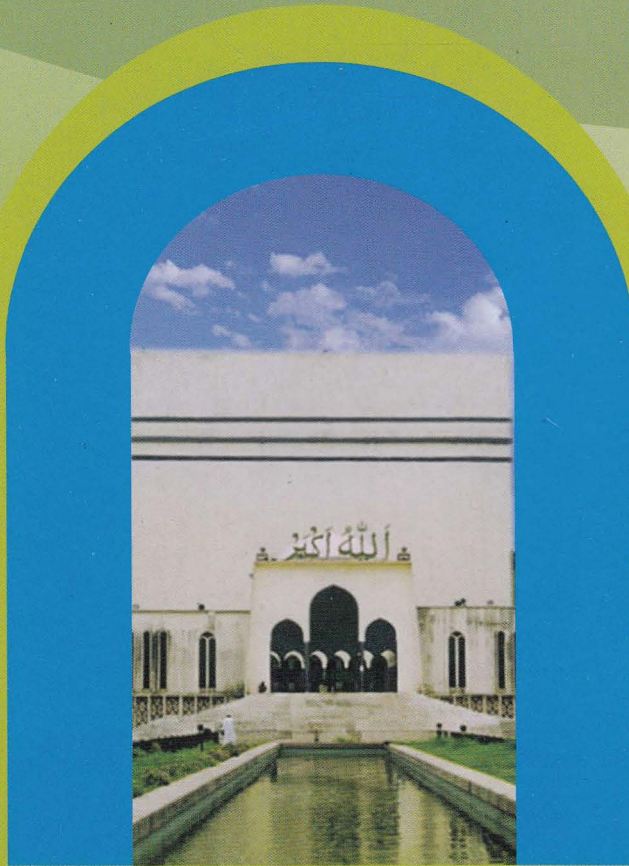
আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

আলিয়া ও কাওমী মাদরাসাসহ স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, হিফ্য বিভাগ এবং
নূরানী মক্তব বিভাগের **প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের** জন্য উপযোগী

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ছোটদের ইসলামী আদব ও দু'আ শিক্ষা

(تعليم الأدعية والآداب الإسلامية للناشئين
في ضوء الكتاب وما صح عن رحمة للعالمين)

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
(أبو عبد الله محمد شهيد الله خان المدني)

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

Contents

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ছোটদের ইসলামী আদব ও দু'আ শিক্ষা

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

Web: www.aldinalislam.com
E-mail: m.shahidullah.khan@gmail.com

প্রকাশনায় : আল-খাইর পাবলিকেশন্স
নাজির বাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭২-২৪৪২৪৪, ০১৯১৫-১০৩৬২৭

প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৩ ঈঃ
১ম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৩ ঈঃ

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
E-mail: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : কালার হাউজ
১৩৭/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : ৪৫/- (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

AL-QURAN O SAHIH HADISER ALOKE
CHOTODER ISLAMI ADOB O DUA SHIKKHA
By Abu Abdullah Muhammad Shahidullah Khan Madani
Published by Al-Khair Publications
Mobaile : 01972-244244, Price : 45/- (Forty Five) Taka only.

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান-এর সুচিন্তিত

অভিমত

“আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ছোটদের ইসলামী আদব ও দু‘আ শিক্ষা” বইটি সহীহ হাদীসের প্রমাণপঞ্জী অর্থাৎ হাদীসের নাম ও হাদীস নং উল্লেখ করে যেসব বিষয়গুলোর শিরোনাম দিয়ে লেখা তা সত্যিকারে কোমলমতি শিশু, বালক, তরুণ, যুবক এমনকি বৃদ্ধ নর-নারী সকল পাঠকের চাহিদা পূরণ করবে। বইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অত্যন্ত সহজ সুন্দর ভাষায় অথচ সংক্ষিপ্তভাবে সুলিখিত। জাল য‘ঈফ দুর্বল সব বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সহীহ বিশুদ্ধ তাহ্‌ক্বীক্বকৃত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদব ও দু‘আর সাথে সাথে একক অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার সার্বভৌমত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে সলাতসহ অন্যান্য জরুরী দু‘আ লিখে ক্ষুদে পাঠক থেকে বৃদ্ধ পাঠক পর্যন্ত সবাইকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে আমার ন্যায় সাত দশক ছুই ছুই পাঠককে বিমুগ্ধ করেছে বিধায় বইটির লেখক স্নেহাস্পদ **আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**– যিনি সুবক্তা ও ফাতাওয়াদাতা এবং মুহাদ্দিস ও তাফসীরকারকও তাঁকে মুবারাকবাদ জানাই। তাঁর জবান ও কলম জাতির জন্য নিবেদিত হোক হায়াতে তাইয়েবায় এবং বইটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করুক– এটাই মহান রাব্বুল ‘আলামীনের নিকট প্রার্থনা। অজস্র সলাত ও সালাম নিবেদন সে মহামানব সর্বোত্তম আদর্শ ও আদবের শিক্ষক মহানাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। আমীন ॥

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

তারিখ : ১৫/০৯/২০১৩ ঈসায়ী **(এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান)**

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.

সকল বাবা-মায়ের বুক ভরা আশা– আমার স্নেহের সন্তান হবে আদর্শবান ও সুনাগরিক। এজন্য জন্মের পূর্বেই আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকি :

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ "হে আমার রব! আমাকে সৎ সন্তান দান করো"– (সূরা আস্ স-ফ্ফা-ত ৩৭ : ১০০)। কিন্তু বাবা-মা সন্তান পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, দীনহীন শিক্ষা ও সভ্যতায় সন্তানকে গড়ে তোলে, ফলে সন্তান ভুলে যায় তার রবকে, তার দীনকে, এমনকি ভুলে যায় বাবা-মাকেও। অসহায় বাবা-মা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান থাকা সত্ত্বেও সন্তানহীন। দেশ-জাতি সকলেই তার সেবা হতে বঞ্চিত। কারণ নেই তার মাঝে নীতি। সবই যেন দুর্নীতি আর দুর্নীতি।

অতএব আপনার সন্তানকে নীতিবান, আল্লাহভীরু, সুনাগরিক ও পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে পেতে চাইলে তাকে গড়তে হবে ইসলামী আদব ও স্বভাবের আদলে। এ লক্ষ্যেই আপনার সোনামণির জন্য আমাদের ছোট্ট উপহার **"আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে - ছোটদের ইসলামী আদব ও দু'আ শিক্ষা"**।

হে আল্লাহ! মুসলিম সন্তানদের কল্যাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করো এবং বইটি প্রকাশে যারা অবদান রেখেছেন, মূল্যবান অভিমত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করো। –আমীন ॥

ঢাকা
০১/০৮/২০১৩ ঈসায়ী

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল- মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।
প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।
স্বত্বাধিকারী- আল-খাইর পাবলিকেশন্স।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নির্দেশিকা

ছোট্ট সোনামণিদের সোনার মানুষ গড়তে হলে তাদের ছোট বয়সে শিখাবেন বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের জন্য আমাদের দু'টি কথা–

বাবা-মা বাসা-বাড়ীতে অবসরে বাচ্চাদের সহজ ভাষায় ইসলামী আদব-আখলাক এবং দু'আগুলো শিখাবেন। আরবী পড়তে কঠিন হলে বাংলা উচ্চারণের সহযোগিতা নিবেন।

প্রতি সপ্তাহে এক বা দু'টি আদব ও দু'আ শিখালে ৮ থেকে ১৪ মাসে সম্পূর্ণ বই শিখাতে পারবেন। আনন্দিত হবেন, আপনার ছেলে বা মেয়েকে ছোট্ট বয়সে ইসলামের অনেক কিছু শিখাতে পেরেছেন।

যে শিশুরা এখনো পড়তে শিখেনি তাদেরকে মুখে মুখে শিখাবেন। যেমনটি প্লে গ্রুপ বা মক্তবের বাচ্চাদের শিখানো হয়।

স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণীতে সিলেবাসভুক্ত করে পড়ানো যেতে পারে। আর মাদরাসায় প্রথম হতে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পড়ানো যেতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ইসলামী আদব ও দু'আ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরবেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, উৎসাহ দিবেন, সহজভাবে বুঝিয়ে দু'আগুলো মুখস্থ করাবেন এবং আদব ও 'আমলের বাস্তব প্রয়োগ দেখাবেন।

বড় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থসহ দু'আ মুখস্থ করাবেন।

উল্লেখ্য যে, আপনি বাবা-মা অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকা যে ব্যক্তি হোন না কেন– মুসলিম বাচ্চাদের ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিলে এটা আপনার জন্য এক প্রকার সাদাক্বায়ে জারিয়া হবে। যুগ যুগ ধরে আপনি এর সাওয়াব পাবেন– ইন্‌শা-আল্লাহ।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের কল্যাণকামী
আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

সূচীপত্র

Contents

আদব কাকে বলে?

সাধারণত ভদ্র উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও কথা-বার্তার নিয়ম-নীতি এবং পদ্ধতিকে আদব বা শিষ্টাচার বলা হয়। এ আদব ভালও হতে পারে, আবার খারাপও হতে পারে। ইসলাম যে আদব শিক্ষা দেয় তা সবই ভাল। এ ভাল আদবকেই বলা হয় ইসলামী আদব।

আমরা ইসলামের উত্তম আদব শিখে উত্তম জীবন গড়বো, সমাজে শ্রেষ্ঠ মানুষ হব, সুনাগরিক হব এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করব। আদব শিখার সাথে সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব। এজন্য আমরা কুরআন ও হাদীসের দু'আ শিখব।

১. আল্লাহ তা'আলা, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আদব এবং দু'আ

আমরা আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের রব (প্রতিপালক, মালিক, পরিচালক ও একক মা'বূদ) হিসেবে, ইসলামকে আমাদের দীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের নাবী ও রাসূল হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলব।

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

উচ্চারণ : রযীতু বিল্লা-হি রব্বা-, ওয়াবিল ইস্‌লা-মি দীনা-, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নাবিয়্যা-।

অর্থ : আমি আল্লাহকে আমার রব বা প্রতিপালক, ইসলামকে আমার দীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার নাবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি।[১]

---

[১] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৮৬।

২. তাওহীদের আদব ও দু'আ

আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের স্রষ্টা, জীবন-মরণের মালিক এবং সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিশ্বাস করব। শুধু তাঁরই 'ইবাদাত করব এবং তাঁরই কাছে সাহায্যের দু'আ করব।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾

উচ্চারণ : ঈয়্যাকা না'বুদু ওয়া ঈয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন।

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আপনারই 'ইবাদত করি, এবং আপনারই নিকট সাহায্য কামনা করি।[২]

৩. সিজদার আদব ও দু'আ

আমরা এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করব না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে মাথা নত করব না।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খলাক্বাহ, ওয়া শাক্‌ক্বা সাম্‌'আহূ ওয়া বাসারাহূ বিহাওলিহী ওয়াকু্যওয়াতিহী।

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা (মুখমণ্ডল) হতে কর্ণ ও চক্ষু বের করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে।[৩]

---

[২] সূরা ফাতিহা- আয়াত ৬।
[৩] আবূ দাউদ- হাঃ ১৪১৪, (সহীহ)।

৪. শির্‌ক বর্জনের আদব ও দু'আ

কাউকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ অথবা শরীক সাব্যস্ত করা সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। আমরা এরূপ সকল কাজ হতে সর্বদায় বিরত থাকব।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা আন্ উশ্‌রিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা- লা- আ'লাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক করা হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শির্‌ক হয়ে গেলে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৪]

৫. রাসূল ﷺ-এর প্রতি আদব ও দু'আ

সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর 'ইবাদাত করব এবং সকল প্রকার বিদ্‌'আত থেকে বিরত থাকব। সাহাবী-তাবি'ঈ, ইমাম-মুজতাহিদ, অলী-আওলিয়া ও পীর-মুর্শেদ সকলের ওপরে রাসূল ﷺ-কে প্রাধান্য দিব এবং তার প্রতি দরূদ পড়ব। যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।[৫]

---

[৪] সহীহ আল জামি'- হাঃ ৩৭৩১।

[৫] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৮৪।

৬. স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আদব ও দু'আ

বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জ্ঞানানুযায়ী আমল করা এবং সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা। এজন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দু'আ করব।

﴿رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ **উচ্চারণ :** রব্বী যিদ্‌নী 'ইল্‌মা- ।

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে অধিক 'ইল্‌ম (জ্ঞান) দান কর।[৬]

৭. মুখের জড়তা দূরের আদব ও দু'আ

নম্র ও ভদ্রভাবে মানুষকে ভাল কাজের উপদেশ দিব এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখব ও আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশী বেশী দু'আ করব।

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

উচ্চারণ : রব্বিশ্‌ রহ্‌লী সদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সির্‌লী আম্‌রী ওয়াহ্‌লুল 'উক্বদাতাম্‌ মিল্‌ লিসা-নী ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী।

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[৭]

৮. পিতা-মাতার প্রতি আদব ও দু'আ

পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল হব, তাদের সদুপদেশ মেনে চলব এবং তাদের সেবা করব, আর আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দু'আ করব।

---

[৬] সূরা ত্ব-হা- ২০ : ১১৪ আয়াত।
[৭] সূরা ত্ব-হা- ২০ : ২৫-২৮ আয়াত।

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

উচ্চারণ : রব্বির্ হাম্হুমা- কামা- রব্বা ইয়া-নী সগীরা- ।

অর্থ : হে আমার রব! তাদের (পিতা-মাতার) দু'জনের প্রতি রহম করুন তেমনভাবে, তারা আমার ছোটকালে যেমনভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন ।[৮]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : রব্বানাগ্ ফির্লী ওয়ালিওয়া-লি দাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসা-ব ।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন-মুসলিমদেরকে কিয়ামাতের দিবসে ক্ষমা কর ।[৯]

৯. ঘুমানোর আদব ও দু'আ

ঘুমানোর সময় বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ডান কাতে শয়ন করব এবং দু'আ পড়ব ।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া- ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি ঘুমাতে যাচ্ছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠব ।[১০]

১০. ঘুম হতে জাগার আদব ও দু'আ

ঘুম হতে জেগে দু'হাত দিয়ে চেহারা মুছে ফেলব এবং দু'আ বলব ।

---

[৮] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৪ আয়াত ।
[৯] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৪১ আয়াত ।
[১০] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৩২৪ ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলায়হিন্ নুশূর।

অর্থ : ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।[১১]

১১. পেশাব ও পায়খানায় যাওয়ার আদব ও দু'আ

পেশাব-পায়খানার জন্য বাথরুম বা পায়খানার ঘরে যাব এবং পেশাব-পায়খানার সময় কোন কথা বলব না, কিবলাকে সামনে ও পিছনে রাখব না। **পেশাব ও পায়খানায় গমনে দু'আ পড়ব–**

بِسْمِ اللهِ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হ, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবা-য়িস।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে এবং তোমার কাছে দুষ্ট জিন্ন ও জিন্নী হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১২]

১২. পেশাব ও পায়খানা হতে ফিরার আদব ও দু'আ

প্রথমে পানি দিয়ে ভালভাবে পবিত্র হব এবং মাটি বা সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করব, অতঃপর নিচের দু'আ পড়ব।

غُفْرَانَكَ **উচ্চারণ :** গুফ্‌রা-নাকা।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[১৩]

---

[১১] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৩২৪।

[১২] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৪২, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৭৫, সহীহ আল জামি'- হাঃ ৪৭১৪।

Contents

১৩. কাপড় পরিধানের আদব ও দু'আ

"*বিসমিল্লা-হ*" বলে ডান দিক হতে কাপড় পরব এবং দু'আ পাঠ করব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়ারাযাক্বানীহি মিন্ গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন।[১৪]

১৪. বাড়ী হতে বের হবার আদব ও দু'আ

বাড়ী হতে বের হবার সময় নিম্নের দু'আ পড়লে শয়তানের ক্ষতি হতে মুক্তি পাব।

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হ, তাওয়াক্কাল্‌তু 'আলাল্ল-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আর আমার কোন উপায় এবং ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত।[১৫]

১৫. বাড়ীতে প্রবেশের আদব ও দু'আ

আল্লাহর নাম স্মরণ করে বাড়ীতে প্রবেশ করলে– সাথে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রবেশের সময় সালাম দিলে বাড়ীর সকল ব্যক্তি বরকত লাভ করবে।

---

[১৩] আবূ দাউদ- হাঃ ৩০, তিরমিযী- হাঃ ৭, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৩০০ (সহীহ)।

[১৪] আবূ দাউদ- হাঃ ৪০২৩, (সহীহ)।

[১৫] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭২৫।

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি ওয়ালাজ্‌না-, ওয়া বিস্‌মিল্লা-হি খরাজ্‌না-, ওয়া 'আলাল্ল-হি রব্বিনা- তাওয়াক্কাল্‌না- ।

অর্থ : আমরা আল্লাহ্‌র নামে বাড়ীতে প্রবেশ করলাম । আল্লাহ্‌র নামে বাড়ী হতে বের হয়েছিলাম । আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখি ।[১৬]

১৬. খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় দ্রব্য পানের আদব ও দু'আ

পানাহারের শুরুতে হাত পরিষ্কার করে আল্লাহর নামে ডান হাতে ও ডান দিক থেকে খেতে হয় । না হলে শয়তান পানাহারে অংশ নেয়, ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায় । **পানাহারের শুরুতে বলব–**

بِسْمِ اللهِ **উচ্চারণ :** বিস্‌মিল্লা-হ ।

অর্থ : আল্লাহর নামে পানাহার শুরু করছি ।[১৭]

প্রথমে দু'আ পড়তে ভুলে গেলে খাওয়া অবস্থায় স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নিম্নের দু'আ পড়ব–

بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ফী আও্ ওয়ালিহী ওয়া আ-খিরিহী ।

অর্থ : পানাহারের শুরু ও শেষে আল্লাহর নাম স্মরণ করছি ।[১৮]

১৭. পানাহার শেষের আদব ও দু'আ

খাওয়া শেষ হলে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলব এবং আল্লাহর প্রশংসা করে দু'আ পড়ব ।

---

[১৬] আবূ দাউদ- হাঃ ৫০৯৬, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্- হাঃ ২২৫ ।
[১৭] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০২২ ।
[১৮] তিরমিযী- হাঃ ১৮৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ- হাঃ ২৬৪২ ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা-, ওয়ারাযাক্বানীহি, মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্ ।

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং এ রিযিক্ব দান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ্য ।[১৯]

অন্যজন পানাহার করালে তার জন্য দু'আ করব–

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা আত্ব'ইম মান্ আত্ব'আমানী, ওয়াস্‌ক্বি মান্ সাক্বা-নী ।

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও ।[২০]

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফী মা- রযাক্বতাহুম ওয়াগ্‌ফির লাহুম ওয়ার হাম্‌হুম ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক্ব দান করেছ, তাদের জন্য তাতে বরকত দান কর, তাদের গুনাহ মাফ কর এবং তাদের প্রতি দয়া কর ।[২১]

১৮. হাঁচির আদব ও দু'আ

হাঁচি আসলে মুখের সামনে হাত বা কাপড় দিব যাতে আওয়াজ হালকা হয় এবং অন্যত্র কফ বা থুথু না ছড়ায় ।

---

[১৯] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭৫১, সহীহ ইবনে মাজাহ- হাঃ ২৬৫৬ ।

[২০] সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০৫৫ ।

[২১] সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০৪২ ।

হাঁচিদাতা বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **উচ্চারণ :** আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হ।

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

যে শুনবে সে বলবে– يَرْحَمُكَ اللّٰهُ **উচ্চারণ :** ইয়ার্‌হামু কাল্ল-হ।

অর্থ : আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।

অতঃপর হাঁচিদাতা বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ : ইয়াহ্‌দী কুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনার অবস্থা ভাল করুন।[২২]

১৯. সালামের আদব ও দু'আ

ছোট-বড় সকল মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষাতে প্রথমেই সালাম জানাব, এতে আন্তরিকতা বৃদ্ধি এবং অহংকার দূর হবে এবং শান্তি ও রহমত পাওয়া যাবে।

সালামে বলব– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ : আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ।

অর্থ : আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[২৩]

জবাবে সালামের চেয়ে বেশী বলব–

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

উচ্চারণ : ওয়া 'আলায়কুমুস্‌ সালা-মু ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

অর্থ : আপনার উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

---

[২২] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬২২৪।

[২৩] তিরমিযী- হাঃ ২০৩৫, সহীহ আল জামি'- হাঃ ৬৩৬৮।

Contents

২০. মুসাফাহার আদব

সালামের পর পরস্পরে দু' (১ + ১) ডান হাতে মুসাফাহা করব, ফলে উভয়ের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এরপর হাত বুকে মিলাব না এবং চুমুও খাব না।[২৪] কেননা এটা বিদ্‌'আত।

২১. যানবাহনে আরোহণের আদব ও দু'আ

যানবাহনে ধীর-স্থিরভাবে *বিস্‌মিল্লা-হ* বলে প্রথমে ডান পা উঠাবে, অতঃপর দু'আ পড়ব।

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুন্‌ ক্বলিবূন।

অর্থ : মহান আল্লাহ পাক-পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য একে (বাহনকে) অনুগত করেছেন। আমরা এর ক্ষমতাসীন ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাব।[২৫]

২২. অযূ করার আদব ও দু'আ

পবিত্রতা অর্জনের জন্য পবিত্র পানি দিয়ে অযূ করব, অযূর পূর্বে অন্তরে (মুখে নয়) পবিত্রতার নিয়্যাত করব, অতঃপর "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলে অযূ শুরু করব।[২৬]

---

[২৪] আবূ দাউদ- হাঃ ৫২১২, তিরমিযী- হাঃ ২৭২৭, (সহীহ)।
[২৫] সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৩৪২।
[২৬] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৪।

২৩. অযূ শেষের আদব ও দু'আ

সুন্দরভাবে অযূ শেষ করে যে ব্যক্তি নিচের দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে ইচ্ছামত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ : আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।[২৭]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাজ্ 'আল্‌নী মিনাত্ তাওওয়া-বীনা ওয়াজ্ 'আল্‌নী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং অধিক পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।[২৮]

২৪. মসজিদে প্রবেশের আদব ও দু'আ

প্রথমে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করব এবং নিম্নের দু'আ পড়ব। অতঃপর দু' রাক্'আত সালাত আদায় করে তারপর বসব, কেননা সালাত না পড়ে বসা নিষেধ।

---

[২৭] সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৩৪।

[২৮] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ৫৫।

Contents

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হ, ওয়াস্‌ সলা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু 'আলা- রসূলিল্লা-হ, আল্ল-হুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক ।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি । হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমাতের দরজা খুলে দাও ।[২৯]

২৫. মসজিদ হতে বের হওয়ার আদব ও দু'আ

প্রথমে বাম পা দিয়ে মসজিদ হতে বের হব এবং নিচের দু'আ পড়ব ।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হ, ওয়াস্‌ সলা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু 'আলা- রসূলিল্লা-হ, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্‌ ফায্‌লিক ।

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি । হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ।[৩০]

২৬. আযানের আদব ও দু'আ

সালাতের সময় হলে অযূ করে কিবলামুখী হয়ে দুই কানে দুই শাহাদাত আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উঁচু আওয়াজে নিচের শব্দগুলো দিয়ে আযান দিতে হয় ।

---

[২৯] সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, দ্রঃ ফিকহুল আদ্‌ঈয়্যাহ্‌ ওয়াল আয্‌কার ৩/১১৯ ।

[৩০] সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, দ্রঃ ফিকহুল আদ্‌ঈয়্যাহ্‌ ওয়াল আয্‌কার ৩/১২০ ।

আযানের শব্দগুলো (কালিমাসমূহ) :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্ল-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার) ২ বার, তারপর أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আশ্‌হাদু আল্‌লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ২ বার। তারপর أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্ল-হ) ২ বার। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (হাইয়্যা 'আলাস্‌ সলা-হ্‌, অর্থাৎ- সালাতের দিকে এসো) ২ বার। তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা 'আলাল্‌ ফালা-হ, অর্থাৎ- মুক্তির দিকে এসো) ২ বার। তারপর কিবলামুখী হয়ে বলতে হবে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার) ১ বার। অতঃপর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ১ বার।

ফজরের আযানে "হাইয়্যা 'আলাল্‌ ফালা-হ্‌" বলার পর اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সলা-তু খাইরুম্‌ মিনান্‌নাওম, অর্থাৎ- ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম) ২ বার বলে বাকী অংশ পূর্ণ করতে হবে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আযান দেয়া হতো[৩১] এবং বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে এ নিয়মে আযান দেয়ার আদেশ করা হতো।[৩২]

---

[৩১] সহীহ আবূ দাউদ- হাঃ ৫১৫-৫২২।

[৩২] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬০৩, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৭৮।

Contents

২৭. আযানের জবাব ও দু'আ

যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে জবাব দিবে, অতঃপর দরূদ পড়ে নিম্নের দু'আ পড়বে, সে রাসূল ﷺ-এর শাফা'আত অবশ্যই পাবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ্, ওয়াস্ সলা-তিল ক্ব-য়িমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব্'আস্হু মাক্বা-মাম্ মাহমূদা নিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব! মুহাম্মাদ ﷺ-কে অসীলা নামক স্থান ও মর্যাদা দান কর। তুমি তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও, যা তাঁকে প্রদানের ওয়াদা করেছ।[৩৩]

২৮. ইক্বামাতের আদব ও জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে আযান জোড়া-জোড়া বাক্যে এবং "ক্বদ্ ক্বা-মাতিস সলা-হ্" ব্যতীত ইক্বামাত বেজোড় বাক্যে দেয়ার জন্য আদেশ করা হতো।[৩৪] ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান দু' দু'বার করে এবং "ক্বদ্ ক্বা-মাতিস্ সলা-হ্" ব্যতীত ইক্বামাত এক একবার করে বলা হতো।[৩৫] ইক্বামাতের শব্দগুলো সহীহ হাদীস মতে ১১টি :

---

[৩৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬১৪।

[৩৪] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬০৩, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৭৮।

[৩৫] আবূ দাউদ- হাঃ ৫১০, তিরমিযী- হাঃ ১৮৯, নাসায়ী- হাঃ ৬২৮, সহীহ।

আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্ল-হ, হাইয়্যা ‘আলাস্‌ সলা-হ, হাইয়্যা ‘আলাল ফালা-হ, ক্বদ্‌ ক্ব-মাতিস্‌ সলা-হ্‌, ক্বদ্‌ ক্ব-মাতিস্‌ সলা-হ্‌, আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ।[৩৬]

ইক্বামাতের জওয়াব আযানের মতই, “*ক্বদ্‌ ক্বা-মাতিস্‌ সলা-হ*”র জবাবে অনুরূপই বলবে। কেননা “*আক্বা-মাহাল্লা-হু.....*”-এর হাদীসটি সহীহ নয়।[৩৭] ক্বাযা সালাতেও ইক্বামাত দিতে হয়।[৩৮]

২৯. সালাত শুরু করার আদব ও দু'আ

সালাতের জন্য অন্তরে নিয়্যাত করব, মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে কাঁধ বা কান পর্যন্ত দু'হাত তুলে “*আল্ল-হু আক্‌বার*” বলে ছেলে-মেয়ে সকলে বুকে হাত বেঁধে নিম্নের দু'আ পড়ব।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা বা-‘ইদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা- ইয়া-ইয়া কামা- বা-‘আদ্‌তা বায়নাল্‌ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল্‌ মাগ্‌রিব। আল্ল-হুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া-কামা- ইউনাক্বক্বাস্‌ সাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ্‌ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্‌সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াস্‌সাল্‌জি ওয়াল বারাদ।

---

[৩৬] সহীহ আবূ দাঊদ- হাঃ ৪৬৯।

[৩৭] ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং- ২৪১, তামামুল মিন্নাহ- ১৫০ পৃঃ।

[৩৮] সহীহ মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, নায়লুল আওত্বার- ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃঃ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ দূরত্ব তুমি সৃষ্টি করেছ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা শিশির দিয়ে।[৩৯]

এরপর শুধু প্রথম রাক্'আতে বলবে–

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ : আ'ঊযুবিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীমি, মিন্ হাম্যিহী ওয়া নাফ্খিহী ওয়া নাফ্সিহ।

অর্থ : সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহর নিকট শয়তানের খোঁচা, ফুঁৎকার ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪০]

৩০. সূরা ফাতিহা পাঠের আদব ও দু'আ

সানা ও আ'ঊযুবিল্লাহ পাঠের পর ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকল নামাযে *বিস্মিল্লা-হ* সহ সূরা ফাতিহা প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পাঠ করব, কারণ সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন সালাতই হবে না।[৪১]

---

[৩৯] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৪৪।

[৪০] সহীহ আবূ দাউদ- হাঃ ৭৪৮।

[৪১] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৫৬, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৯৪, আবূ দাউদ- হাঃ ৮২২, তিরমিযী- হাঃ ২৪৭, নাসায়ী- হাঃ ৯১১,ইবনে মাজাহ- হাঃ ৮৩৭।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

উচ্চারণ : (১) বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির্‌ রহীম। (২) আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। (৩) আর্‌ রহ্‌মা-নির্‌ রহীম। (৪) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৫) ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন। (৬) ইহ্‌দিনাস্‌ সিরা-ত্বল্‌ মুস্‌তাক্বীম। (৭) সিরা-ত্বল্লাযীনা আন্‌ 'আম্‌তা 'আলায়হিম, গয়রিল মাগ্‌যূবি 'আলায়হিম, ওয়ালায্‌য-ল্লীন। (আ-মীন)

অর্থ : (১) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নি'আমত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন– হে আল্লাহ! কবূল করুন)।

'আ-মীন' বলা : সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমাম সাহেব জেহরী স্বরব 'আ-মীন' বলবেন তাঁর সাথে মুক্তাদীরাও স্বরবে 'আ-মীন' বলব, ফলে আল্লাহ অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।[৪২]

এরপর অন্য একটি সূরা পড়ব।

---

[৪২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৮০।

Contents

৩১. রুকূ'র আদব ও দু'আ

দু' হাতের তালুসহ আঙ্গুলগুলো খোলা এবং কিবলামুখী রেখে কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে *'আল্ল-হু আক্‌বার'* বলে রুকূ'তে যাব,[৪৩] মাথা, পিঠ ও মাজা সমান রাখব এবং নিম্নের দু'আ তিন বা ততোধিকবার পড়ব।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ. **উচ্চারণ :** সুব্‌হা-না রব্বিয়াল 'আযীম।

অর্থ : আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[৪৪]

অথবা,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা- ওয়াবি হাম্‌দিকা, আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।[৪৫]

৩২. রুকূ' হতে মাথা উঠার আদব ও দু'আ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (*সামি'আল্ল-হু লিমান্ হামিদাহ,* অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে জবাব দেন।) বলে রুকূ' হতে মাথা তুলব এবং দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় তুলে নিম্নের দু'আ পড়ব।

---

[৪৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৩৫, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯০।

[৪৪] আবূ দাউদ- হাঃ ৮৭৪, তিরমিযী- হাঃ ২৬২ (সহীহ)।

[৪৫] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৯৪, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৮৪।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : রব্বানা- ওয়ালাকাল হাম্‌দ, হাম্‌দান কাসীরান্ ত্বইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহ ।

অর্থ : হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, অজস্র প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা মাত্র তোমারই ।[৪৬]

৩৩. সিজদার আদব ও দু'আ

"আল্ল-হু আক্‌বার" বলে প্রথমে দু'হাত, অতঃপর দু'হাটু এবং নাক ও কপাল মাটিতে রেখে সিজদায় যাব, সিজদায় নিম্নের দু'আ তিনবার বা ততোধিকবার পড়ব। সিজদাকালীন দু' হাত কান বরাবর এবং কনুই পাঁজর ও উরু হতে দূরে রাখব ।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى. **উচ্চারণ :** সুব্‌হা-না রব্বিয়াল আ'লা- ।

অর্থ : আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি সর্বোচ্চ ।[৪৭]

উল্লেখ্য যে, হাত বাঁধা, রুকূ', সিজদা ও তাশাহ্‌হুদের বৈঠক ইত্যাদি সকল নিয়ম ছেলে ও মেয়ে একইভাবে পালন করবে, সহীহ হাদীসে কোন পার্থক্য নেই ।[৪৮]

অথবা,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা- ওয়াবি হাম্‌দিকা, আল্ল-হুম্মাগ্ ফির্‌লী ।

---

[৪৬] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৯৯ ।

[৪৭] তিরমিযী- হাঃ ২৬২, নাসায়ী- হাঃ ১০০৮ (সহীহ) ।

[৪৮] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৩১, বিস্তারিত দ্রঃ লেখকের বই 'মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা' ১০৫-১০৮ পৃঃ ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর ।[৪৯]

৩৪. দু' সিজদার মাঝে বসার আদব ও দু'আ

"আল্লা-হু আক্‌বার" বলে সিজদা হতে উঠে ডান পা খাড়া রেখে সোজা হয়ে বাম পায়ের পাতার উপর বসব এবং নিম্নের দু'আ পড়ব ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগ্ ফির্লী, ওয়ার্হাম্নী, ওয়াহ্দিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ার্ যুক্বনী ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রিযিক্ব দাও ।[৫০]

৩৫. তাশাহ্হুদের আদব ও দু'আ

তাশাহ্হুদের বৈঠক ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে পায়ের পাতার উপর বসে, ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা আঙ্গুল সোজা রেখে হালকাভাবে নড়াচড়া করব ও নিম্নের দু'আ পড়ব ।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

---

[৪৯] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৯৪, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৮৪ ।

[৫০] সহীহ আবূ দাঊদ- হাঃ ৭৯৬ ।

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সলাওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যিবা-ত, আস্‌সালা-মু 'আলান্নাবিয়্যি ওয়া রহ্‌মাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু 'আলায়না- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত 'ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। নবীর ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'ইবাদতের যোগ্য আর কোন মা'বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।[৫১]

৩৬. সালাতে দরূদের আদব ও দু'আ

মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর বান্দা, সর্বশেষ নাবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করব এবং তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব, তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করব এবং তাঁর ওপর দরূদ পেশ করব, বিশেষ করে তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে।

দু'আ (দরূদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

[৫১] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬২৬৫।

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লায়তা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রাক্‌তা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে বর্ষণ করেছ ইবরাহীম 'আলায়হিস্‌ সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত দাও মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গকে, যেভাবে তুমি বরকত দিয়েছ ইবরাহীম 'আলায়হিস্‌ সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[৫২]

৩৭. শেষ বৈঠকের আদব ও দু'আ

তিন বা চার রাক্'আত বিশিষ্ট সালাতে তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের নিচ দিয়ে ডান পা বের করে দিব এবং নিতম্বের উপর বসব।[৫৩] অতঃপর আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদের পর দু'আ মাসূরা পড়ব।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্‌ 'আযা-বিল ক্ববরি, ওয়ামিন্‌ 'আযা-বিন্না-র, ওয়ামিন্‌ ফিত্‌নাতিল্‌ মাহ্‌ইয়া- ওয়াল্‌ মামা-ত, ওয়ামিন্‌ ফিত্‌নাতিল্‌ মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল।

---

[৫২] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৩৫৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪০৬।
[৫৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৮২৮।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি, তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের পরীক্ষা হতে।[৫৪]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলাম্‌তু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাসীরাওঁ ওয়ালা- ইয়াগ্‌ফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্ গফূরুর্ রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৫৫]

৩৮. সালাম ফেরানোর আদব ও দু'আ

শেষ বৈঠকের দু'আ পড়া হলে ডানে ও বামে দু' দিকে চেহারা ঘুরিয়ে নিচের দু'আ বলে সালাম ফিরাব।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ।

অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[৫৬]

---

[৫৪] সহীহুল বুখারী : ১৩৭৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৮৮।
[৫৫] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৮৩৪, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৭০৫।
[৫৬] আবূ দাউদ- হাঃ ৯৯৭, (সহীহ)।

৩৯. সালামের পর আদব ও দু'আ

সালাম ফিরানোর পর স্বস্থানে বসে তাকবীর "আল্ল-হু আক্‌বার" ১ বার[৫৭] ও أَسْتَغْفِرُ اللهَ (আস্তাগ্‌ফিরুল্ল-হ, অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩ বার[৫৮] বলব এবং সহীহ হাদীসে প্রমাণিত দু'আ ও তাসবীহ পাঠ করব ।[৫৯]

৪০. আয়াতুল কুরসী এর ফযীলত

আয়াতুল কুরসী অতি ফযীলত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত । পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর তা পাঠ করলে জান্নাতী হওয়া যায় ।[৬০] প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা ও শয়নের সময় পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ হতে জান ও মালের হিফাযাত নিশ্চিত হয় ।[৬১]

﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

---

[৫৭] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৮৪২, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৮৩ ।
[৫৮] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৯১ ।
[৫৯] দ্রঃ লেখকের গ্রন্থ- মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা (১০০-১০৫ পৃষ্ঠা) ।
[৬০] সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ হাঃ ৯৭২ ।
[৬১] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫০১০ ।

উচ্চারণ : আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ূম, লা- তা'খুযুহূ সিনাতূ ওয়ালা- নাওম, লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আর্যি, মান যাল্লাযী- ইয়াশ্ফা'উ 'ইন্দাহু ইল্লা- বিইয্নিহী, ই'য়ালামু মা- বায়না আয়দীহিম ওয়ামা- খল্ফাহুম ওয়ালা- ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন্ 'ইল্মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ ওয়াসি'আ কুর্সীইউহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্যা ওয়ালা- ইয়া ঊদুহূ হিফ্যুহুমা- ওয়া হুওয়াল 'আলিয়্যুল্ 'আযী-ম ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সক্রিয় সংরক্ষক, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্য। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তিনি অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত কিছু অবগত আছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর 'ইল্মের সামান্যতমও কেউ আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী সমস্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এ আসমান ও জমিনের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কোন বেগ পেতে হয় না। তিনি চির উন্নত ও মহান।"[৬২]

৪১. বিত্র সালাতের আদব ও দু'আ

'ইশার সালাতের পর বিত্র সলাত পড়তে হয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় এক রাক্'আত বিত্র পড়তেন।[৬৩] বিত্র সালাতে রুকূ'র আগে ও পরে উভয় অবস্থায় দু'আ কুনূত পড়া যায়, তবে আগে পড়া উত্তম।[৬৪]

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا

---

[৬২] সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত- ২৫৫ ।

[৬৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৪৭২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৩৬, ৭৪৯ ।

[৬৪] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১০০২ ।

يُقْضٰى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা আ'ত্বইত, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা- ক্বযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইউক্বযা- 'আলাইক, ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লাইত, ওয়ালা- ইয়া'ইয্‌যু মান 'আ-দাইত, তাবা-রাক্‌তা রব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইত, ওয়া সল্লাল্ল-হু 'আলান্ নাবীয়্যি ।[৬৫]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের মতো সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের মতো করে মাফ কর। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মতো আমারও অভিভাবক হয়ে যাও এবং তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে কোন দিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করো, সে কোন দিনই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা নবী সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

৪২. জানাযা সালাতের আদব ও দু'আ

মৃত মুসলিম নর-নারীর জানাযার সালাত পড়া ফরযে কিফায়াহ্ এবং অতি সাওয়াবের কাজ। জানাযার প্রথম তাকবীরে *আ'উযুবিল্লা-হ* ও *বিস্‌মিল্লা-হ* সহ সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়ব,[৬৬] দ্বিতীয় তাকবীরে দরূদ, তৃতীয় তাকবীরে নিম্নের দু'আ এবং চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাব।

---

[৬৫] আবূ দাঊদ হাঃ ১৪২৫, তিরমিযী হাঃ ৪৬৫ (সহীহ)।

[৬৬] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫৭৩৭।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ার্‌ হাম্‌হু, ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আন্‌হ, ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদ্‌খালাহূ। ওয়াগ্‌সিল্‌হু বিল্‌মা-য়ি ওয়াস্‌ সাল্‌জি ওয়াল্‌ বারাদ। ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্বা-ইয়া- কামা- নাক্‌ক্বায়তাস্‌ সাওবাল আব্‌ ইয়াযা মিনাদ্‌ দানাস। ওয়া আব্‌দিলহু দা-রান খয়রাম্‌ মিন দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান খয়রাম্‌ মিন আহ্‌লিহী ওয়া যাওজান খয়রাম্‌ মিন যাওজিহী, ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল জান্নাতা ওয়াআ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বব্‌রি ওয়া মিন 'আযা-বিন্‌ না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান কর, তাকে ক্ষমা কর, মর্যাদার সাথে তার আপ্যায়ন কর, তার বাসস্থান প্রশস্ত কর। তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা। তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমনভাবে তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার কর। তাকে দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর প্রদান কর। তাকে দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান কর। তাকে দুনিয়ার সাথীর চেয়ে উত্তম সাথী দান কর এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর তাকে কবরের শাস্তি এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।[৬৭]

---

[৬৭] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৯৬৩।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগ্ ফির্লী হাইয়্যিনা- ওয়া মাইয়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গ-য়িবিনা- ওয়া সগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্সা-না- । আল্ল-হুম্মা মান্ আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআহ্য়িহী 'আলাল্ ইস্লা-ম । ওয়ামান তাওয়াফ্ ফায়তাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফ্ফাহূ 'আলাল ঈমা-ন । আল্ল-হুম্মা লা- তাহ্রিম্না- আজ্রাহূ ওয়ালা- তাফতিন্না- বা'দাহ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর । হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর । হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হ'তে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে সমস্যায় ফেল না ।[৬৮]

৪৩. কবর যিয়ারতের আদব ও দু'আ

করব যিয়ারত শরীয়তসম্মত 'ইবাদত, তবে যিয়ারতের উদ্দেশে কোথাও সফর করব না, কোন মাযারে নযর ও মানৎ করব না এবং কোন মৃত ব্যক্তির অসীলায় বা মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ করব না । মুসলিম ব্যক্তির কবর যিয়ারতের সালাম বা দু'আ নিম্নরূপ :

[৬৮] আবূ দাউদ- হাঃ ৩২০১, তিরমিযী- হাঃ ১০২৬, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৪৯৮, (সহীহ) ।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ : আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম আহ্‌লাদ্ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না- ইন্‌শা-আল্ল-হু লালা-হিকূনা আস্‌আলুল্ল-হা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াহ্ ।

অর্থ : হে কবরের অধিবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব । আমি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করছি ।[৬৯]

৪৪. ঈদের আদব ও দু'আ

মুসলিমদের বাৎসরিক ঈদ মাত্র দু'টি : ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা । ঈদের দিনে আমরা আনন্দ উৎসব করব কিন্তু ইসলাম নিষিদ্ধ কাজে কখনও লিপ্ত হব না । ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদ দেখা হতে সালাত আদায় পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহায় ১ তারিখ হতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নিম্নের তাকবীর বেশী বেশী পড়ব ।[৭০]

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার ওয়া লিল্লা-হিল্ হাম্‌দ ।[৭১]

---

[৬৯] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৯৭৫ ।

[৭০] ফাতহুল বারী ২/৫৮৯ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৬০৩ পৃঃ ।

[৭১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৬৯, ইরওয়া হাঃ ৬৫১, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩১২ পৃঃ, ইবনে আবি শায়বাহ- ২/১৬৮, সহীহ । মুখতাসারুল ফিক্‌হ আল ইসলামী- ৫৫৬ পৃঃ ।

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য ।

৪৫. ঝড়-তুফানে আদব ও দু'আ

ঝড়-তুফান আল্লাহ তা'আলার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, অতএব কোন গালি-গালাজ ও খারাপ মন্তব্য করব না বরং আল্লাহর কাছে দু'আ করব ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রহা-, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রিহা- ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার নিকট তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাই ।[৭২]

৪৬. বৃষ্টি প্রার্থনার আদব ও দু'আ

বৃষ্টি আল্লাহরই দান, তিনিই এর মালিক, অতএব একমাত্র তাঁর কাছেই বৃষ্টি প্রার্থনা করব ।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাস্‌ক্বিনা- গয়সান মুগীসান মারীআন মারী'আ-, নাফি'আন্ গয়রা যা-র্, 'আ-জিলান গয়রা আ-জিলিন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয় ।[৭৩]

---

[৭২] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৮৯৯ ।
[৭৩] সহীহ আবূ দাউদ- হাঃ ১০৬০ ।

৪৭. রোগী দেখার আদব ও দু'আ

অসুস্থতা ও সুস্থতা সবই আল্লাহর হাতে। অতএব সুস্থতার জন্য তাঁরই স্মরণাপন্ন হতে হবে, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা ও তাকে দেখতে যাওয়া ইসলামের নির্দেশ ও অনেক সাওয়াবের কাজ। আমরা রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য নিম্নের দু'আ পড়ব।

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ : লা- বা'সা ত্বহূরুন ইন্‌শা-আল্ল-হ।

অর্থ : (চিন্তা করো না) কোন সমস্যা নেই, ইন্‌শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।[৭৪]

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ.

উচ্চারণ : আস্‌আলুল্ল-হাল 'আযীমা রব্বাল 'আর্‌শিল 'আযীমি আই ইয়াশ্‌ফিয়াক।

অর্থ : আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য 'আর্‌শে 'আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৭৫] (সাতবার পড়তে হয়)।

৪৮. বিপদ-মুসীবতে আদব ও দু'আ

বিপদ-আপদ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে, একমাত্র তিনিই বিপদ দূর করতে পারেন। অতএব তাঁর কাছেই বিপদ মুক্তির দু'আ করব এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করব।

---

[৭৪] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩৬১৬।

[৭৫] সহীহ আল জামি'- হাঃ ৬৩৮৮।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

উচ্চারণ : ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন, আল্ল-হুম্মা আজির্নী ফী মুসীবাতী, ওয়াখ্লিফ্ লী খয়রাম্ মিন্হা- ।

অর্থ : আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সাওয়াব দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান কর।[৭৬]

৪৯. নতুন চাঁদ দেখার আদব ও দু'আ

প্রতি মাসে ও নতুন চাঁদ আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসে এ জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব বর্ণনা করে তাঁর কাছে দু'আ কক্ষ।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ : আল্ল-হু আক্বার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলায়না- বিল আম্নি ওয়াল ঈমা-ন, ওয়াস্ সালা-মাতি ওয়াল ইস্লা-ম, ওয়াত্ তাওফীক্বি লিমা- তুহিব্বু ওয়া তার্যা-, রব্বুনা- ওয়া রব্বুকাল্ল-হ।

অর্থ : আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! তুমি এই চাঁদকে নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও শান্তির সাথে আমাদের মাঝে উদিত কর এবং (নেক আমলের) তাওফীকের সাথে যা তোমার নিকট পছন্দনীয় ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট। (হে চাঁদ!) আমাদের ও তোমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।[৭৭]

---

[৭৬] সহীহ মুসলিম- হাঃ ২১২৩।

[৭৭] সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্- হাঃ ১৮১৬।

৫০. ক্রোধ দমনের আদব ও দু'আ

মানুষ মাত্রই রেগে যেতে পারে, এ সময় নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকে না, ফলে শয়তান আরো ক্ষিপ্ত করার সুযোগ নেয়। এমতাবস্থায় রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা কক্ষ এবং নিচের দু'আ পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫১. উপকারীর প্রতি আদব ও দু'আ

কেউ তোমার উপকার করলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সম্ভব অনুযায়ী তার উপকার করবে এবং তার জন্য দু'আ করবে।

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. **উচ্চারণ :** জাযা-কাল্ল-হু খয়রা।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।[৭৮]

৫২. তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনার আদব এবং দু'আ

মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি করতে পারে, এজন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী তাওবাহ ও ক্ষমা চাইতে হবে। তাওবার শর্ত হল : কৃত অপরাধ হতে ফিরে আসা, ভবিষ্যতে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া এবং আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়া ও দু'আ করা।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

[৭৮] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩২৮২, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৬১০।

উচ্চারণ : আস্তাগ্ফিরুল্ল-হাল 'আযীমাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, আর আমি তাঁরই নিকট তাওবাহ্ করছি।[৭৯]

৫৩. সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ

নিম্নের দু'আটি অর্থ বুঝে ও বিশ্বাস করে যেদিনে পাঠ করবে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতী হবে। অনুরূপ যে রাতে পাঠ করবে সে রাতে মারা গেলে জান্নাতী হবে ইন্শাআল্লাহ।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা আন্তা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খলাক্বতানী ওয়া আনা- 'আব্দুকা ওয়া আনা- 'আলা- 'আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা- সনা'তু আবুউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিযাম্বী ফাগ্ফির্লী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর স্থির রয়েছি। আমি তোমার নিকট আমার কৃত অন্যায়

[৭৯] সহীহ আবূ দাউদ- হাঃ ১৩৫৮, তিরমিযী- হাঃ ৩৫৭৭ (সহীহ)।

আচরণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আমার প্রতি তোমার নি'আমতকে স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।[৮০]

৫৪. বিদায় গ্রহণ ও বিদায় দেবার আদব এবং দু'আ

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে হাসি মুখে বিদায় নিব এবং বিদায় দিব। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করব।

সফরের উদ্দেশ্যে বিদায় গ্রহণের দু'আ–

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণ : আস্‌তাও দি'উকুমুল্ল-হাল্লাযী লা- তাযী'উ ওয়াদা-য়ি'উহ।

অর্থ : আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর হিফাযাতে রেখে যাচ্ছি যার হিফাযাতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।[৮১]

সফরের উদ্দেশ্যে বিদায় দেবার দু'আ–

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণ : আস্‌তাও দি'উল্ল-হা দীনাকা, ওয়া আমা-নাতাকা, ওয়া খওয়াতীমা 'আমালিক।

অর্থ : আমি তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।[৮২]

---

[৮০] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৩০৬।

[৮১] সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্- হাঃ ১৫।

[৮২] সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্- হাঃ ১৫।

৫৫. মুসলিম সমাজের প্রতি আদব ও দু'আ

সকল মুসলিমের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ দেখাবে, বড়দের সম্মান করবে, ছোটদের স্নেহ করবে এবং সকলের প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। আর আল্লাহর কাছে সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ফলে তুমি বিশাল সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং সকলের কাছে প্রিয় হতে পারবে।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

উচ্চারণ : রব্বানাগ্ ফির্লানা- ওয়ালি ইখ্ওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকূনা- বিল ঈমা-ন ওয়ালা- তাজ্‘আল ফী কুলূবিনা- গিল্লাল লিল্লালাযীনা আ-মানূ রব্বানা- ইন্নাকা রঊফুর রহীম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই সব ভাইদের ক্ষমা কর, যারা ঈমানের সাথে চলে গেছেন এবং আমাদের অন্তরে সেই সকল লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব এনে দিও না, যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি দয়াময়।[৮৩]

৫৬. আশ্চর্য ও আনন্দঘন মুহূর্তের আদব ও দু'আ

আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে বা শুনলে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে বলব :

سُبْحَانَ اللّٰهِ (*সুব্হা-নাল্ল-হ*) “আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি”।

[৮৩] সূরা আল হাশ্‌র- আয়াত : ১০।

আর আনন্দের বিষয় হলে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে বলব–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (*আল্ল-হু আক্‌বার*) "আল্লাহ সুমহান"।[৮৪]

অনুরূপ সুসংবাদ পেলে বলব– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (*আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হ*)

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

৫৭. মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণের আদব এবং দু'আ

মানুষ মাত্রই মরণশীল, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলব এবং নিম্নের দু'আটি বেশী বেশী পড়ব।

﴿فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ﴾

উচ্চারণ : ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌যি আন্‌তা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি তাওয়াফ্‌ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আল্‌হিক্বনী বিস্‌সা-লিহীন।[৮৫]

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার অভিভাবক, তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান কর।

---

[৮৪] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১১৫, ৬৫২৮।

[৮৫] সূরা ইউসুফ ১২ : ১০১ আয়াত।

Contents

৫৮. হালাল রিযিক্ব অর্জনের আদব এবং দু'আ

আল্লাহ তা'আলা রিযিক্বের মালিক, তাঁর বিধান অনুযায়ী হালাল পথে রিযিক্ব উপার্জন করব। সুদ, ঘুস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হারাম উপার্জন হতে বিরত থাকব এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করব।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বি হালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা, ওয়াআগ্‌নিনী বিফায্‌লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।[৮৬]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিয্‌ক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

৫৯. দুনিয়া ও আখিরাতের আদব এবং দু'আ

দুনিয়া ও আখিরাত মিলেই মানুষের জীবন, কোনটাকে বাদ দিয়ে নয়। তবে আখিরাতকে প্রাধান্য দিব এবং উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করব :

﴿رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্দুন্‌ইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।

---

[৮৬] সহীহ আল জামি' হাঃ ২৬২৫, সহীহাহ্ হাঃ ২৬৬।

[৮৮] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২০১ আয়াত।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[৮৮]

৬০. মজলিস বা বৈঠক সমাপ্তির আদব ও দু'আ

আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সুন্দরভাবে মজলিস বা বৈঠক সম্পন্ন করব এবং ত্রুটিমুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করব।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়াবি হাম্‌দিকা, আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়ক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে 'ইবাদাতের যোগ্য অন্য কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবাহ্ করছি।[৮৯]

আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত

---

[৮৯] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭৩০।